কুষ্টিয়ার মিরপুরে করোনা ভাইরাস রোগী শনাক্তে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল

কুষ্টিয়ার মিরপুরে করোনা ভাইরাস শনাক্তে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালু করেছেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

গতকাল বুধবার সকালে এ কার্যক্রম চালু করেন তিনি। সম্প্রতি দেশ জুড়ে করোনা আতঙ্কে মিরপুরের মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। তাই চিকিৎসা নিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ও নয়। সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা দিতে এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করতে এ হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের হটলাইন ও চালু করা হয়েছে।

এর মাধ্যমে উপজেলার যেকোনো প্রান্ত থেকে ফোন করে চিকিৎসা সেবা নিতে পারবেন যে কেউ। হট লাইন নাম্বারে ফোন এলে দায়িত্বে থাকা মেডিক্যাল অফিসার সহ চিকিৎসক দল ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন রোগীর বাড়ি।

নিজের ব্যক্তি গত একটি গাড়ি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের চিকিৎসকদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন। সেই সাথে ওষুধ, ডাক্তারদের পিপিই, চালক এবং সার্বিক খরচও বহন করছেন তিনি।

স্থানীয় উসমান গনি বলেন, ‘ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালুর কথা জানতে পারি। করোনা সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করছে এ হাসপাতালের চিকিৎসকরা। ফোন দেওয়ার আধাঘণ্টার মধ্যেই হাজির হচ্ছেন তারা।’

মেডিক্যাল অফিসার বল্টু হোসেন বলেন, ‘হটলাইনে ফোন পেয়ে আমরা ওয়াবদা কলোনির একটি বাড়ি যাই। সেখানে ঢাকা থেকে আসা এক ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করেছি। সেটি ঢাকায় পাঠানো হবে। ওই বাড়ির অন্য সদস্যদের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।’

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. রাশেদ মাহমুদ রোকনুজ্জামান জানান, এ উপজেলার প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে এবং করোনা ভাইরাসের নমুনা শনাক্তের

জন্য ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন বলেন, ‘আমার মিরপুর উপজেলার মানুষ যাতে বাড়িতে বসেই ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা সেবা নিতে পারে- সেজন্য ভ্রাম্যমাণ এ হাসপাতাল চালু করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহাবুব উল আলম হানিফের নির্দেশনায়, উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এ ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ঘরে বসেই চিকিৎসা সেবা পাবেন।’

ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস, মিরপুর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবুল কালাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. রাশেদ মাহমুদ রোকনুজ্জামান, আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. জোবাইয়া ফারজানা, মেডিক্যাল অফিসার ডা. মামুনুর রশীদ প্রমুখ।

করোনায় আরো একজনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ১১২

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১১২ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়াল ৩৩০।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এ তথ্য জানান।

দেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত (কোভিড-১৯) প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়। এক মাসের মধ্যে রোগীর সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে গেছে।

দামুড়হুদায় সরকারি চাল আত্মসাতের অভিযোগে ইউপি মেম্বর অবরুদ্ধ

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগরের আপন ভাইয়ের ছেলের গুদামে পাওয়া গেছে ১০ টাকা মূল্যের ২৯ বস্তা সরকারি চাল।

অভিযোগ উঠেছে এমপির ভাইপো গিয়াস উদ্দিন ডেলিসের গুদামে চাল পাচারের পর খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তা জব্দ করেছেন। বুধবার রাতে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর এলাকা থেকে এ চাল নিয়ে যাওয়া হয় পাশের বাস্তুপুর এলাকায় ডেলিসের গুদামে। এরপর বিষয়টি জানাজানি হলে চাল পাচারে সহযোগিতার অভিযোগ এনে এলাকাবাসী ইউপি মেম্বর রিকাত আলীকে অবরুদ্ধ করে।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাত ৮টার দিকে ওয়ার্ড মেম্বর রিকাত আলী হাউলী ইউনিয়নের গোডাউনে থাকা ১০ টাকা মূল্যের ২৯ বস্তা সরকারি চাল আলমসাধু (ভটভটি) বোঝাই করে পাশের বাস্তুপুর গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে খাদ্য বিভাগের তালিকাভুক্ত ডিলার একই এলাকার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত মফিদুল হকের ছেলে গিয়াস উদ্দিন ডেলিসের গুদামে রাখা হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকাবাসী ইউপি মেম্বরকে অবরুদ্ধ করে।

সংশ্লিষ্ট ডিলার গিয়াস উদ্দিন ডেলিস বলেন, তিনি হাউলী ইউনিয়নের দুটি ডিলারের চাল বিতরণ করেন। সম্প্রতি হতদরিদ্রদের তালিকা কিছুটা রদবদল হওয়ায় বাস্তুপুর এলাকার কয়েকজন দরিদ্র তাদের চাল নিতে পারেনি। তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ২৯ বস্তা চাল বাস্তুপুরে নিয়ে আসা হয়।

ওয়ার্ড মেম্বর রিকাত আলী জানান, সম্প্রতি প্রশাসনের নিয়মমতো হতদরিদ্রদের তালিকায় ১০ শতাংশ রদবদল হয়েছে। এর ফলে যাদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে তারা ভুল বুঝে তাকে অবরুদ্ধ করে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিংকন জানান,

অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সংশ্লিষ্ট ডিলারের স্টক রেজিস্ট্রার ও মাস্টাররোল সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে করোনা মোকাবেলায় অভিযান অব্যহত

মেহেরপুর সদরে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত। অভিযানে ১৭ জনকে জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাস্তায় অযথা ঘোরাফেরা কারিদের অযথা বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

এ সময় সেনা বাহিনী জনসমাগম পরিহার করুন নিজে বাঁচুন আন্যকে বাচতে সহায়তা করুন।

গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত করোনা ভাইরাস প্রদুরভাব রোধে মেহেরপুর সদর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রোট কাজী মো: অনিক ইসলামের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী মাদ্যমে সড়কের রাস্তায় লক ডাউন না মানাই অনেক মোটরসাইকেল গাড়ির কাগজ পত্র ঠিক না থাকায় ও সাধারণ লোক সমাগম করার, বিনা কারনে রাস্তায় আসার অপরাধে ১৭ জনকে অনাদায়ে ১০০ টাকা করে অর্থ দন্ড করেছেন।

এ ছাড়া বিভিন্ন হাট বাজারে সাধারণ মানুষের জমায়েত না হওয়া মার্কেট বন্ধ রাখা সহ গ্রামে গ্রামে ঘুরে চায়ের দোকানে গুলোতে লোক সমাগম বিরত থেকে নিজ নিজ বাড়ী অবস্থান করার কথা জানানো হয়।লক ডাউন মেনে প্রশাসন কে সহোযোগিতা নিরাপদ দুরুত্ব নিশ্চিত করতে বলা হয়।

১৫০ দরিদ্র পরিবারের পাশে দাড়ালো ‘জাগ্রত সাতক্ষীরা’

করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে খেটে খাওয়া অসহায় মানুষের পাশে দাড়িয়েছে সাতক্ষীরার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন “জাগ্রত সাতক্ষীরা”।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা, সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগ নেতা ও সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা আ.হ.ম তারেক উদ্দীনের আর্থিক সহযোগিতায় বুধবার বিকালে পলাশপোল হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি সায়েম ফেরদৌস মিতুল। এমহৎ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুনসুর আহমেদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ¦ নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ নাছেরুল হক। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল রশিদ, ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল আনিছ খান চৌধুরী বকুল ও ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মোশফিকুর রহমান মিল্টন, খন্দকার আরিফ হাসান প্রিন্স, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রাজিব ফরহাদ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রেজাউল ইসলাম রেজা।

আরো উপস্থিত ছিলেন, গ্রাম ডাঃ শফিকুল ইসলাম, ফিরোজ আহমেদ, মিজানুর রহমান প্রমুখ। এসময় অতিথিবৃন্দ বলেন, ঘরেই থাকতে হবে। কিছুক্ষন পর পর সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করতে হবে। জীবানু মুক্ত থাকতে হবে। এই সংকটকালীন সময়ে সামর্থ অনুযায়ী ছোট পরিসরে হলেও নি¤œবিত্তদের পাশে এগিয়ে আসতে হবে।

“জাগ্রত সাতক্ষীরা” যে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সেরকমভাবে সকলেই এগিয়ে আসলে নি¤œবিত্ত মানুষগুলো উপকৃত হবে। এছাড়া বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাউকে বাইরে না আসার অনুরোধ জানান বক্তারা।

কুষ্টিয়ায় অসহায়দের পাশে এসএসসি ব্যাচ ২০১৮

কুষ্টিয়ায় করোনায় সাময়িকভাবে কর্মহীন অসহায় হয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এসএসসি ব্যাচ ২০১৮’র বন্ধু মহল।

গত সোমবার রাত থেকে বুধবার দুপুর পর্যন্ত রিক্সা, অটো, সাইকেল এবং মোটরসাইকেলের মাধ্যমে তারা কুষ্টিয়া শহররের ঈদগাহপাড়া, থানাপাড়া, মোল্লাতেঘরিয়া, মঙ্গলবাড়িয়া, কাস্টমস মোড়, হরিশংকরপুর, আড়ুয়াপাড়া, কয়ার বানিয়াপাড়া সহ আরো বিভিন্ন এলাকার প্রায় শতাধিক পরিবারের কর্মহীন মানুষের বাড়িতে এসব খাদ্য সামগ্রী নিজ উদ্যোগে পৌঁছে দেয় এসএসসি ব্যাচ ২০১৮’র বন্ধুরা।

তাদের এই সহয়তার মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, তেল, আলু, পেঁয়াজ, লবন সাবান সহ নিত্য প্রয়োজীয় পণ্য সামগ্রী।

এসএসসি ব্যাচ ২০১৮’র বন্ধু মহলের মধ্যে তাদের নিজেদের জমানো টাকা উঠিয়ে এই ত্রাণ সয়াহতা প্রদান করে বলে তারা জানিয়েছেন। এছাড়া ও এসএসসি ব্যাচ ২০১৮’র শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে এবং পরবর্তীতে আরো বেশি মানুষের পাশে দাঁড়াবে বলেও তারা জানিয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, এসএসসি ব্যাচ ২০১৮’র বন্ধু মহলের সামিউল রহমান, মারূফ আহমেদ, সেজান আহমেদ, রফিকুল রবিন, আরাফাত, সিহাব, গোলাম হাসিব প্রমুখ।

দামুড়হুদায় উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আজ বুধবার দুপুর ১২ টার দিকে করোনা ভাইরাসে কার্পাসডাঙ্গা বাজারের বিভিন্ন ব্যাবসার সাথে জড়িত কর্মহীন হয়ে পড়া ব্যাক্তিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্ট, প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম, মন্টু মেম্বর, আসলাম মেম্বর, মুকুল মেম্বর, ইউপি সচিব মহিউদ্দীন, কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ইমদাদুল হক ইমন, যুবলীগ নেতা আব্দুস সালাম ভুট্ট, ছাত্রলীগ নেতা অপু সরকার,

সাংবাদিক আতিয়ার রহমান, শরীফ রতন, মেহেদী হাসান মিলন সাংবাদিক আশরাফুজ্জামান রনি, সাংবাদিক আজিমউদ্দিন সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম সাংবাদিক শাকিল আহাম্মেদ প্রমুখ।

করোনা মোকাবেলায় দামুড়হুদা ছাত্রলীগের কর্মসূচি

চলমান বিশ্বের ভয়াবহ আতঙ্ক করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফুল মল্লিক (আরিফ)এর নেতৃত্বে ও পরিচালনায় জীবানুনাশক স্প্রে করা এবং মাস্ক, সাবান বিতরণ করা হয়।

উপজেলা ছাত্রলীগ গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত এলাকা সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এলাকার বিভিন্ন পাড়া মহল্লা গুরুত্তপূর্ণ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে খণ্ড খণ্ড পথসভা ও উঠান বৈঠক করে করোনা সম্পর্কে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হতে জনগণকে পরামর্শ দেন।

এ সময় উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি বলেন, করোনা থেকে সেভ থাকতে

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোনো বিকল্প নেই।

এ সময় তিনি আরো বলেন, প্রতি আধাঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর যদি হাত- পা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলি ও জীনানুনাশক স্প্রে হাতে লাগিয়ে ফেলি তাহলে ৯৯% আমরা ঝুঁকিমুক্ত থাকবো ইনশাআল্লাহ।

এ সময় তিনি জেলার অন্যতম অভিভাবক বার-বার বিপুল ভোটে নির্বাচিত এমপি হাজী আলী আজগার টগরের সালাম ও শুভেচ্ছা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন।

একই সাথে উপজেলা ছাত্রলীগের এ শীর্ষনেতা আরো বলেন, আমাদের অভিভাবক হাজী আলী আজগর টগর এমপি বলেছেন, তাঁর শরীরে একফোঁটা রক্ত থাকা পর্যন্ত এ এলাকার কোনো মানুষ করোনায় মারা যাবেনা।

প্রয়োজনে যত টাকা পয়সায় লাগুক তিনি দেশে ও বিদেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা প্রদান করে তাদেরকে সুস্থ করে ভুক্তভোগী পরিবারে আনন্দময় পরিবেশের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

দামুড়হুদায় সাপ্তাহিক হাট বসবে স্টেডিয়াম মাঠে

হাটের দিনে মানা হচ্ছেনা সামজিক দূরত্ব। ফলে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে সরকারিভাবে কঠোর নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। বিষয়টি বাস্তবায়নের লক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে উপজেলার সকল সাপ্তাহিক হাটেরস্থান সাময়িক পরিবর্তণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ বুধবার দামুড়হুদা বাস স্ট্যান্ডস্থ সাপ্তাহিক হাটেরস্থান পরিবর্তণ করা হয়েছে। বসবে উপজেলা স্টেডিয়াম মাঠে। তবে মাছের বাজার যথারীতি দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডস্থ সাপ্তাহিক হাটচালিকেই বেছে নেয়া হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র বসবে মাছের বাজার।
এ ছাড়া কাঁচামাল থেকে শুরু করে বাদবাকী সবকিছুই বেচাকেনা হবে দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠে। করোনা ভাইরাসের বিস্তাররোধে সামাজিক

দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি মাথায় রেখে দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠে চুন দিয়ে মার্কিং করা হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস.এম মুনিম লিংকনের নিদের্শনা মোতাবেক উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো: মহি উদ্দিনের নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক স্টেডিয়াম মাঠে ১৫ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিটি ব্যবসায়ীর জন্য ১০ ফুট করে স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।
একইভাবে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডস্থ হাটচালিতেও হলুদ রঙ দিয়ে মার্কিং করা হয়েছে। যে সমস্ত ব্যবসায়ী চট পেতে ব্যবসা করেন তাদের অবশ্যই হ্যান্ড স্যানিটাইজার অথবা সাবান পানি রাখতে হবে। আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিংকন বলেন, করোনা ভাইরাস ছড়ানোর সহায়ক স্থানগুলোর মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে সাপ্তাহিক হাট। সেটিকে মাথায় রেখেই জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা মোতাবেক এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যেই পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস.এ.এম জাকারিয়া আলমের সহোযোগিতায় মদনার সাপ্তাহিক হাটেরস্থান পরিবর্তণ করে মদনা হাইস্কুল মাঠে বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে উপজেলার সকল সাপ্তাহিক হাটেরস্থান পরিবর্তণের করা হবে বলেও জানান তিনি।

দেশে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের বহনে প্রস্তুত বিমান বাহিনীর বিশেষ হেলিকপ্টার

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নীতিমালা অনুসরন করে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সশস্ত্র

বাহিনী বিভাগ কর্তৃক ‘In Aid to Civil Power’ এর আওতায় করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জরুরী বিমান পরিবহন এবং মেডিক্যাল ইভাকোয়েশন (MEDEVAC) সহায়তা প্রদান করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত, বিবিপি, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি এর দিক নির্দেশনায় বিমান বাহিনীর একটি এডব্লিউ-১৩৯ মডেলের হেলিকপ্টারের অর্গানিক স্ট্রেচারকে বিশেষভাবে রুপান্তর করে করোনা রোগীকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্ট্রেচারটিতে একটি কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে যা প্লাষ্টিক দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত থাকবে। এই আচ্ছাদনের ভিতরে অক্সিজেন মাস্ক এর মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধা থাকবে। এই প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাটি এমনভাবে সম্পাদন করা হবে যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত থাকে এবং একই সাথে স্থানান্তর কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ হতে সুরক্ষিত থাকে। এই নীতির অনুসরনে বিমান বাহিনী একটি অনুশীলন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। সূত্র- বিমান বাহিনী ফেসবুক পেজ

এরই ধারাবাহিকতায়, বিমান বাহিনীর অন্যান্য হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমানগুলোতে এধরনের সুবিধা সংযোজনের বিষয়টি চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, সড়কপথে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবহনের জন্যও এরূপ বিশেষায়িত স্ট্রেচার (Cubicle Stretcher) ব্যবহার করা যেতে পারে। উড্ডয়ন নিরাপত্তা ও জীবন রক্ষার চেতনার সমন্বয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী করোনা মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত।